দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ২ ...

কুমিল্লা নগরীর তিনটি সরকারি কলেজে ১২শ' পরীক্ষার্থী ফেল!

■ মো. লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

নগরীর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা সরকারি কলেজ ও কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এ তিনটি কলেজ থেকে এবার ৩ হাজার ৮৪৫ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে ১ হাজার ১৯০ জন শিক্ষার্থী।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ থেকে এবার ১ হাজার ৪০২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১ হাজার ২১৬ জন এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০৫ জন। এ কলেজে পাসের হার ৮৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এ কলেজে গোল্ডেন জিপিএ কিংবা জিপিএ-৫ অর্জনকারী ছাড়া ভর্তি হওয়াই দুষ্কর। কিন্তু এবার এ কলেজ থেকে ফেল করেছে ১৮৬ জন শিক্ষার্থী।

অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ জানান, ভিক্টোরিয়া কলেজে ফল বিপর্যয় ঘটেনি। এখানে ২০৮ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮০ জন ফেল করেছে। নিয়মিত শিক্ষার্থীরা ভাল ফল করেছে। এদিকে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ৩টি বিভাগে ১ হাজার ৪১০ জন ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৭৯২ জন পাস করেছে, ফেল করেছে ৬১৮ জন। মাত্র ১১ জন ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাসের হার ৫৬ শতাংশ।

অধ্যক্ষ প্রফেসর এএসএম আবদুল ওহাব জানান, পরীক্ষার ফলাফল আরো অনেক খারাপ হতো, শিক্ষকদের চেষ্টায় এ ফল অর্জন সম্ভব হয়েছে।

এ ছাড়া নগরীর কুমিল্লা সরকারি কলেজে এবার ১ হাজার ৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩টি বিভাগে পাস করেছে ৬৪৭ জন এবং ফেল করেছে ৩৮৬ জন, জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ২৩ জন। এ কলেজে পাসের হার ৬২ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর নাজনীন রহমান জানান, নতুন করে যুক্ত হওয়া আবশ্যিক বিষয় আইসিটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তেমন ধারণা না থাকায় এমন ফলাফল হয়েছে। এ কারণে শুধু সরকারি কলেজ নয়- সার্বিকভাবে বোর্ডের ফলাফলে এর প্রভাব পড়েছে। অনেক অভিভাবক ও শিক্ষা সচেতন মহলের লোকজন জানান, নগরের আনাচে-কানাচে বাসা-বাড়িতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠেছে কোচিং সেন্টার। প্রাইভেট টিউশনী নিয়ে শিক্ষকদের একটি বড় অংশ ব্যস্ত থাকায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার প্রতি তারা মনযোগী হন না। এ ছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক হাঙ্গামাসহ বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে সরকারি কলেজগুলোতে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অনেকটা কলেজ বিমুখ। ফলে ভাল ফলাফল হচ্ছে না।